দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

উপজেলা বিল অনুমোদন হয়নি

মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত : বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসর ভাতা পাবেন

আবদুল্লাহ আল ফারুক

বহুল আকাঙ্ক্ষিত উপজেলা পরিষদের ব্যাপারে মন্ত্রিসভা গতকালও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তবে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ভাতা আইনের চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ নিয়ে গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে মন্ত্রীরা মূলত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দু'পক্ষের তীব্র বিতর্কের পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আরও আলোচনার কথা বলে উপজেলা পরিষদ আইনের সংশোধনী ও উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সংক্রান্ত দু'টি প্রস্তাব স্থগিত করার সিদ্ধান্ত দেন। মন্ত্রিসভা বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের ক্ষমতা আবার নির্বাচন কমিশনের হাতে ফিরিয়ে দেয়াসহ আরও দু-একটি ছোটখাট সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছিল। তাতে মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছিল। উপজেলাধীন পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের ভোটে তাদের মধ্য থেকেই সদস্য নির্বাচিত হবেন। নির্বাচনের পর পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা বাড়লেও ওই সদস্য সংখ্যা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত

উপজেলা : পৃষ্ঠা ২ ক: ৫

জানা গেছে, প্রস্তাবে সংসদ সদস্যদের জন্য তাদের নির্বাচনী এলাকায় এবং সম্ভব হলে উপজেলায় আরও একটি অফিস, একজন সচিব, একজন কম্পিউটার অপারেটর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার প্রণীত উপজেলা পরিষদ বর্তমান সরকারের নীতি-আদর্শের পরিপন্থী কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি করা হয়। কমিটি দু'টি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আইনটির কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করে। ওই কমিটিতে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদাসহ কেউ কেউ উপজেলা পরিষদের বিরোধিতা করলে তাকেও এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে '৯২ সালে গঠিত কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর আরও পাঁচটি বৈঠক হয়েছে। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বরাবরই এর বিরোধিতা করেন। তার বক্তব্য, এটা স্বৈরাচার এরশাদের মস্তিষ্কের ফসল এবং এটা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতিতে প্রযোজ্য। সংসদীয় সরকারে এটা প্রযোজ্য না। এখন উপজেলা করলে সংসদ সদস্যদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হবে, দল ভেঙ্গে যাবে, গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হবে।

মান্নান ভূঁইয়াসহ অন্য সদস্যদের বক্তব্য, এটা কুমিল্লার বার্ডের আবিষ্কার, যা এরশাদ তখন বাস্তবায়ন করেছিলেন। এরশাদের মস্তিষ্কের ফসল না। সংসদ সদস্যদের সঙ্গে যাতে দ্বন্দ্ব না হয় সে জন্য তাদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। তবে আমাদের সংবিধানেই স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তর নির্বাচিত ব্যক্তি দিয়ে পরিচালিত করার বিধান রয়েছে। উপজেলা আইনও আছে। বিএনপি'র নির্বাচনী অঙ্গীকারও উপজেলা পরিষদ চালু করা। দাতাদের চাপ রয়েছে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে সবাই উপজেলা চায়। উপজেলা হলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, প্রশাসনিক কাজে গতি বাড়বে, জবাবদিহিতাও আসবে এবং সবকিছুতে সংসদ সদস্যের থাকা উচিত নয়। এ কারণে এমপিদের সংসদে ভূমিকা দিন দিন ম্লান হয়ে পড়ছে। তারা শুধু সরকারি উন্নয়নের টাকা এবং নানা তদ্বির নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

গতকালের বৈঠকে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান উপজেলার তীব্র বিরোধিতা করেন। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এবং শিল্পমন্ত্রী এম কে আনোয়ার উপজেলা পরিষদের পক্ষে যুক্তি দেখান।

উল্লেখ্য, কিছু সংসদ সদস্যও এলাকায় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুযোগ-সুবিধা কমে যাওয়ার আশঙ্কায় উপজেলার বিরোধিতা করছেন। তবে মাঠ পর্যায়ের নেতারা সবাই উপজেলার পক্ষে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দলের বিভাগীয় প্রতিনিধি সভায় নেতাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই উপজেলা পরিষদ নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও উপজেলা পরিষদ শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাবে কিনা তা নিয়ে একটি অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল। গতকাল এ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের পরও অনুমোদন না করে আরও আলোচনার সিদ্ধান্ত দেন প্রধানমন্ত্রী।

উপজেলা পরিষদ শেষ পর্যন্ত হবে কিনা, বিএনপি অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারবে কিনা- এসব নিয়ে গতকালও দিনভর সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। রাতে টেলিফোন করে অনেকেই মন্ত্রিসভার বৈঠকের খবর শুনে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

গতকালের মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ভাতা আইনের চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে। বিএনপি এর আগেরবার ক্ষমতায় থাকতেই বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এজন্য তখন প্রথম দফায় ১৫ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় দফায় ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ওই টাকা এখন সুদ-আসলে ৪০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে অবসর সুবিধা আইন-২০০২ এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই আইনের খসড়া চূড়ান্ত করে গতকালের মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদনের জন্য পাঠায়। এই আইনের খসড়া জাতীয় সংসদে পাস হলে বেসরকারি শিক্ষকরা চাকরি থেকে বিদায় নেয়ার সময় এককালীন আর্থিক সুবিধা পাবেন। বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে অবসর সুবিধা দাবি করে আসছিল। এর আগের বিএনপি সরকার সে দাবি মেনে নিলেও বিগত আওয়ামী লীগ সরকার এতে গুরুত্ব দেয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ভাতা আর চালু হয়নি। সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যতীত সাড়ে ১৮ হাজার বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা তিন লাখ ৪৫ হাজার।